এইচ. এস. মেহেতা প্রযোজিত
এম. এম. মুভিজের নিবেদন

এ জহর সে জহর নয়

কাহিনী·চিত্রনাট্য ও পরিচালনা

কণক মুখোপাধ্যায়

এইচ. এস. মেহতার প্রযোজনায়

এম এম মুভিজের ভিন্নধর্মী চিত্র

"এ - জহর - সে - জহর - নয়"

॥ কাহিনী, সংলাপ, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা ॥

কনক মুখোপাধ্যায়

আলোক চিত্রশিল্পী : দেওজী ভাই
সম্পাদনা : সুবোধ রায়
শিল্পনির্দেশ ও পটশিল্পী : এস, রামচন্দ্র
নৃত্যপরিকল্পনা : শক্তি নাগ
শব্দগ্রহণ : বানী দত্ত, ভূপেন ঘোষ, সত্যেন চ্যাটার্জি

সঙ্গীত পরিচালনা : ভি, বালসারা
গীতিকার : শ্যামল গুপ্ত
রূপসজ্জা : অক্ষয় দাস
যন্ত্রসঙ্গীত : সুরশ্রী অর্কেষ্ট্রা
পরিচয় লিখন : রতন বরাট
আলোক সম্পাতে : হরেন গাঙ্গুলী
প্রচার সচিব : শচীন সিংহ

প্রধান কর্মসচিব—পূর্ণেন্দু রায় চৌধুরী, সি, পি, এম, এ, বি

—সহকারী বৃন্দ—

পরিচালনায় : রবীন বসু, চিত্রগ্রহণে : সত্য রায়, বুলু লাডিয়া
সম্পাদনায় : মিহির ঘোষ, ব্যবস্থাপনায় : আশু গুহ, সতীশ দাস
শব্দগ্রহণে : ঋষি ব্যানার্জি, পাঁচু মণ্ডল, আলোক সম্পাতে : দুখী বৈরাগী, অভিমন্যু দাস

চরিত্রচিত্রণে—**সুপ্রিয়া চৌধুরী ও জহর রায়**

– অন্যান্য ভূমিকায়—

কমল মিত্র, পাহাড়ী সান্ন্যাল, রবীন মজুমদার, নীতিশ মুখার্জি, চন্দ্রাবতী দেবী রাজলক্ষ্মী (বড়), তপতী ঘোষ, ইরা চক্রবর্ত্তী, নৃপতি চ্যাটার্জি, মনি শ্রীমানি, হরিধন মুখার্জি, অমর ওঝা, শৈলেন ভট্টাচার্য্য, ধীরাজ দাস, সুশীল দাস, পূর্ণেন্দু রায় চৌধুরী, মাষ্টার তিলক, মাষ্টার স্বপন, মাষ্টার সাধু, সুধীর, যোগেশ, সুশীল, ভোলা, শৈলেন, আলোক, বিজয়, চিনু, স্বদেশ, অমর বিশ্বাস প্রভৃতি।

—নেপথ্যে কণ্ঠসঙ্গীত—

শ্যামল মিত্র ০ সন্ধ্যা মুখার্জি ০ ইলা বসু (চক্রবর্ত্তী)

—কৃতজ্ঞতা স্বীকার –

টাটা আয়রণ এণ্ড ষ্টীলের কর্মীবৃন্দ, কোয়ালিটি রেষ্টুরেণ্ট (জামসেদপুর), বাপ্পা (নিউ লক্ষ্মী জুয়েলার্স)

ক্যালকাটা মুভিটোন ষ্টুডিও-তে আর, সি, এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত
ও
ইণ্ডিয়া ফিল্মস্ ল্যাবরেটরীতে পরিস্ফুটিত

—পরিবেশনায়—

মেহতা সিনে কর্পোরেশন

শুধু রঙিন নয়

চাঁপাতলা লেনের বুড়ো জহর দাকে ও পাড়ার সকলেই ভালোবাসে। কেন না চেনা অচেনা সবারই আপদে বিপদে তিনি না ডাকতেই এগিয়ে আসেন নিজে বুক পেতে দিতে।

এক বৃষ্টিঝরা সন্ধ্যায় জহরদা বেড়িয়েছেন তার সেবাব্রতের তাগিদে। আসছিলেন ছুতোর পাড়ার গলি দিয়ে। পাড়ার ক্লাব ঘরে জমে উঠেছে কমিক গানের মজলিশ। জহরদা তার কর্ত্তব্যের পথচলা থামিয়ে জানালার বাহিরে থেকে দেখলেন কমিক, হারিয়ে গেলো তার জীবনের ফেলে আসা আশা-নিরাশার রঙ্গে রঙ্গিন সবুজ দিনের সজীব স্মৃতির মাঝে। তার মনে পড়লো চাঁপতলা লেনের আরেক জহর ছিল। সে ছিল কমিডিয়ান। দারিদ্র ছিল তার নিত্য সহচর। এক বাসায় অনেক গুলো ভাড়াটের সঙ্গে মাথা গোজবার আস্তানা সে জোগাড় করে ছিল। দুঃখ ভরা রুক্ষ দিনগুলো জহরের হাসি গানে হাল্কা হয়ে যেতো।

কলেজের সমবর্ত্তন উৎসবে প্রাক্তন ছাত্র জহর এলো কমিক দেখাতে। তৃতীয় বার্ষিক ছাত্রী চকিতা চৌধুরী ছাত্রদের পক্ষ থেকে জহরকে অভিনন্দন জানালো ফুলের মালা দিয়ে। চকিতার ভালো লাগলো জহরের কেরিকেচার আর জহর ক্ষণিকের এই ভালো লাগাটাকে ভালোবাসা ভেবে ভুল করে বসলো।

জহরের কল্পনা চকিতাকে ঘিরে ঘুরপাক খেয়ে হয়রান হতে লাগলো। ব্যারিষ্টার নগেন চৌধুরীর একমাত্র সন্তান চকিতার সঙ্গে বিলেত ফেরত দেবেন ভাটার বিয়ের সব ঠিক ঠাক। এ খবর জেনে জহরের মন চাইলো দেবেনের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতে।

জহর চকিতার সঙ্গে দেখা করতে চায়, চায় ঘনিষ্ট হয়ে উঠতে। এক বর্ষন মুখর সন্ধ্যায় জহর চকিতার পাশে ঠাঁই পায় তার মটরে। গাড়ী খারাপ হয়ে যায়। জহর সারা গায়ে কাঁদা মেখে মটর ঠেলে চকিতাকে বাড়ী পৌঁছে দেয়। বিনিময়ে সে ধনীর দুয়ারে কুড়িয়ে পেলো অবজ্ঞা আর অবহেলার জঞ্জাল। জহর বদলে গেল। জহর মনে মনে পাগল হয়ে উঠে চকিতাকে পাবার নেশায়।

জহর পড়লো এক ধাপ্পা বাজ নকল জ্যোঃতিষির পাল্লায়। একটা মাধুলি, বলে দিল, এটা গলায় ঝুলিয়ে জহর যখন খুশী অদৃশ্য হতে পারবে, আবার ইচ্ছে হলে নিজের চেহারায় ফিরে আসতে পারবে। জহর কল্পনার ফুলে মনে মনে ঘটনার মালা গাঁথতে সুরু করলো।

অদৃশ্য হবার অপূর্ব্ব শক্তি অর্জ্জন করছে সে অপ্রতি হত গতিতে এগিয়ে চলেছে প্রেমের অভিসারে, জয় করেছে তার মানসিকে। প্রেয়সীর প্রেমের কানায় কানায় ভরে উঠেছে তার মন। ধনীর দুয়ার থেকে কুড়িয়ে আনা অবজ্ঞা আর অবহেলায় জঞ্জাল সে ফেরৎ দিয়ে এলো সমাজ ব্যাঙ্গের মাধ্যমে। জহরের কারসাজিতে চকিতার জীবন থেকে দেবেন ডাটা সরে দাঁড়ালো। তাকে জহর পেলো, হঠাৎ ছিড়ে গেল ঘটনার মালা, কল্পনা ফুল গেল ঝরে।

জহর তাকিয়ে দেখলো সে পথে দাঁড়িয়ে। মাঝ রাতে মাধুলি গলায় ঝোলাতে বলেছে জ্যো:তিষ। জহর মাধুলী ঝোলালো গলায়, ভাবলো অদৃশ্য হয়েছে। জহর এগিয়ে চললো প্রিয়ার অভিসারে।

ব্যারিষ্টার চৌধুরীর চোখে মাঝ রাতে জহর ধরা পড়লো। তারই হুকুমে বেয়ারদের কিল চড়ে চড় খেয়ে গেল কল্পনা। জহর ফিরে এলো রূঢ় বাস্তবে।

[১]

জহর—ও চা চা কাবুলিওয়ালা
এ ক্যায়সা যাদু ডালা
আমি যেথা তুমি সেথা
টালিগঞ্জ সে টালা ॥
কাবুলিওয়ালা—বাবুঃ কাহে কো করতা এ্যায়সা
হাম্ নহী হ্যায় কোই য্যায়সা ত্যয়সা
জলদী দে দো হামরা প্যায়সা
হা হা হা হা হা হা
বোল্ দে-তা বাবু, কহে দে-তা বাবু
হাম্ নেহী ছোড়নে ওয়ালা ॥
জহর—দাড়ী নেড়ে পিছে তেড়ে
অতো যদি বেদরদী না হতে সখী
গাড্ডায় পড়ে ছট ফট কোরে
সুদ গুনে গুনে আমি আসলে কি ঠকি ?
কাবুলিওয়ালা—চুপ বঙ্গেল মারনেওয়ালা
তেরা মু কর দুঙ্গা কালা
জহর—আমি যেথা তুমি সেথা
টালিগঞ্জ সে টালা ॥
কাবুলিওয়ালা—যব প্যায়সে কা দরকার হো
তব রোজ রোজ হাম-সে মাঙ্গতা
ঔর প্যয়সা জেব মে আজানেসে
দূর দূর হম সে ভাগতা
বাবুজি বস্তা ভাইয়া বস্তা ভাইয়া
জহর—পাওনাদারে না যদি ছাড়ে
আর, অধমের দুপকেটে ছুঁচো ডন মারে
আহা গা ঢাকা ছাড়া কাট্‌বেনা ফাঁড়া
চারশো বিশ যত মহাজন কন্‌তারে
চুপ ছুপকে রনেওয়ালা
তুম আদমি বড় ভালা
কৃপা কর কেটে পড়
নিক্‌লে গা দিওয়ালা
ও চা চা কাবুলিওয়ালা
এ ক্যায়সা যাদু ডালা
আমি যেথা তুমি সেথা
টালিগঞ্জ সে টালা ॥

[২]

দু চোখে আজ কতো স্বপণ
এলো যে রাত ভালবাসার
চুপি চুপি বলে হৃদয়
আমি তোমার শুধু তোমার ॥
গানে গানে এসো দুজন
কানে কানে করি কুজন।
বনে হাওয়া দিয়েছে দোল
মনে কাঁপন লেগেছে তার ॥
চেয়ে দেখ সারা ভুবন
সেজেছে ওই ফুল সাজে
চাঁদের দীপ জ্বালে আকাশ
প্রাণে মিলন বাঁশী বাজে।
কত আশা আলো ছায়ায়
ঘিরে আছে মধু মায়ায়
এলো তিথি জীবনে আজ
মালা দিয়ে মালা পাবার ॥

[৩]

একটু খুশী একটু হাসির অনেক দাম
চাইনা কিছু পাই যদি আজ সেই ই নাম
এই খুশীটি দিয়ে, এই হাসিটি নিয়ে
ঘুচিয়ে দেবো দুনিয়াটার গোমড়া মুখো নাম ॥
উনুন যদি না জ্বলে ভাই
রান্না না হয় ভাতরে
পেটের আগুন দেখবে ঠিকই করবে বাজী মাত্‌রে
ক্ষিদের মজায় সাহস গজায়,
অভাব বলে নাও সেলাম ॥
দুখের দিনে যখন আবার বিপদ দেবে হানারে
সুখের স্বপন দেখবে তবু মোদের গরীব খানারে
আমরা যে ভাই বরাত ফেরাই
ঝরিয়ে পায়ে মাথার ঘাম ॥

[৪]

রোমিও—Oh : my my darling juliet
তুমি ভালবাসার Chocolate
রূপের Cream এ ভরা, গুনের মধু ঝরা
Sweetie delicate.

জুলিয়েট—Oh : my my dear Romeo
অতো চিন্তা করা কমিও

J-U-L-I-E-T Is yours oh :
my pity R-O-M-E-O

রোমিও—আমি pin - cushon
আর তুমি আলপিন
আমি যেন ষ্টোভ আর তুমি কেরাসিন
হতে পারি hero তুমি হলে heroin
Should I get out or come in ?

জুলিয়েট—Oh : my my dear Romeo
তোমায় দেখে হয় সমীহ
যতো বাজে Guiter
ওঠে প্রেমের Meter
নাচি আমি ও ॥

জুলিয়েট—আমি heart তুমি তার palpitition
আমি দুটি চোখ তুমি তারিযে vision
আমি বই তুমি নয় নয়া edition
Come in with permission

রোমিও—Oh : my my darling juliet
চাবি ছুঁড়ে দাও খুলি gate
হয়ে royal pair
জীবন করি share
Hurry, don't be late.

[৫]

Everybody silence please,
আজ দেখাবো আজব চীজ
High Society what it is
একজন Mr. Fernandez
দুসরা খানসামা Chengiz
আজ Suit পরে টিপটপ
সাহেব খাচ্ছে Mutton Chop
। আর । খানসামা দুচোখ দিয়ে
গিলছে গপ্ গপ্ ॥

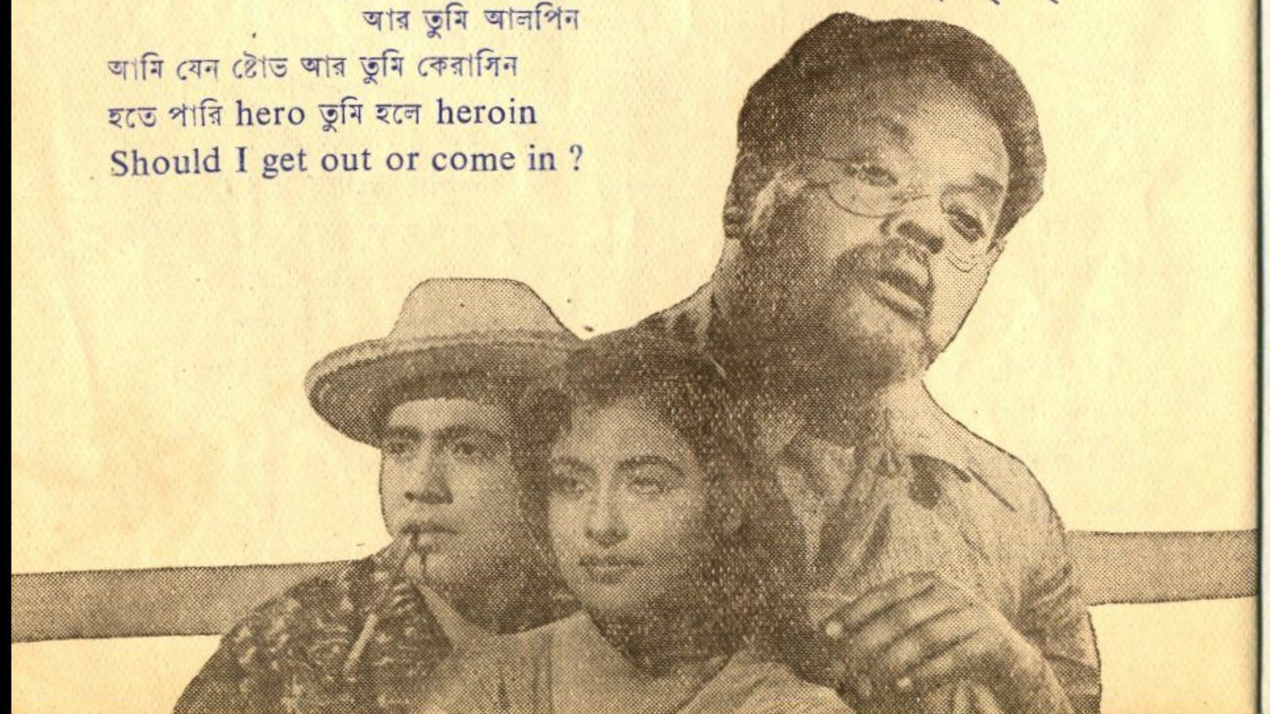

ওই একজন কড়মড় মুরগী সাবাড় কোরছে
ওই আরেক জনের জিভে জল ঝরছে
তাই মজাসে দুনিয়া হাসে
How Funny বলে ভাই, look at these
ওই খানার শেষে প্লেটে হাড়গোড় পড়ছে
আর, তাই দিয়ে এ বেচারা মনে মনে
মুরগীটা গড়ছে
স্বপন ভেঙ্গে হঠাৎ জেগে
ল্যাং খেয়ে যায় ওই বেতমিজ, বেতমিজ ॥
জানি তার তার দশা দেখে,
আজ এখানেও সকলে হাসছে
শুধু, কেন যেন দেখে তাই আমার দুচোখে
জল আসছে
এমনি কপাল ভাই চিরকাল
থাকতে পারে না তো হরগীজ, হরগীজ ॥

[৬]

চকিতা—তুমি দুটি হাতে দিয়ে তাই তাই
কেন চলে গেলে বলে bye bye
নাবোনা, খাবোনা, শোবোনা
না, না, না, না, না
মন একা একা করে আই ঠাই ॥

জহর—তুমি তুমি মেরে বলে ta ta
কেন opposite এ দিলে হাঁটা
কেদোনা, সেবোনা, বেঁধোনা
না, না, না, না, না
ভাবো আমি বুঝি শুধু কাঁটা ॥

চ—প্রেম আমার কেঁচে গেল
জ—Bank Balance বেঁচে গেল
চ—তুমি ভারি haughty
জ—তুমি ভারি naughty
চ—এসোনা, হেসোনা, মিশোনা
না, না, না, না, না
ভালো বেসেছো না তুমি ছাই ছাই ॥
জ—অহো কেন অতো রাগ করো
চ—পিছু লাগা তবে ত্যাগ করো
জ—তুমি ভারি মিষ্টি
চ—তুমি ভারি hasty
জ—হবোনা, হবোনা, হবোনা
না, না, না, না, না
আর হলে তুমি মোরা চাটা

এম এম, মুভিজের পক্ষে প্রচার সচিব শচীন সিংহ কর্তৃক সম্পাদিত এবং ন্যাশনাল আর্ট প্রেস ১৫৭এ, ধর্মতলা স্ট্রীট হইতে মুদ্রিত।

মূল্য তেরো নয়া পয়সা